শ্রীবৎস-চিন্তা

গীতাভিনয়।

শ্রীহরিমোহন কর্ম্মকার

প্রণীত।

কলিকাতা

সমাচার সুধাবর্ষণ যন্ত্র

১২৭৩

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল মিত্র

বহুগুণমন্দিরেষু

মহাশয়!

গীতাভিনয়ের প্রতি আপনার যেরূপ অনুরাগ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শ্রীবৎস-চিন্তা গীতাভিনয় ছলে রচনা করিতে আপনি আমাকে অনুরোধ করেন। আমিও আপনার অনুরোধ পরবশ হইয়া, রচনা পূর্ব্বক পুস্তকখানি, আদরের সহিত আপনাকে সমর্পণ করিলাম। পুস্তকখানির প্রতি অনুকূল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেই চরিতার্থ হইব।

গ্রন্থকারস্য

গীতাভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

শনি	
লক্ষ্মী	
শ্রীবৎস	প্রাগ-দেশাধিপতি।
মন্ত্রী	
সুবাহু	সৌতিপুরাধিপতি।
মন্ত্রী	
চিন্তা	শ্রীবৎস রাজার মহিষী।
তরলীকা	মহিষীর সহচরী।
ভদ্রা	সুবাহু রাজনন্দিনী।
হেমলতা	ভদ্রার সহচরী।
চাঁপা	মালিনী।
বিনোদিনী	প্রতিবাসিনী।

দুইজন ধীবর, জেলেনী প্রতিহারী ইত্যাদি।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৫	পরেশ	পরশ
৩	২৯	ফৌশলে	কৌশলে
৫	২৪	শরণ	স্মরণ
২৪	২৬	নগরে নিবাসিনী	নগর নিবাসিনী
২৬	৩	কমল কলিতায়	কমল কলিকা প্রায়
২৮	৬	এসেছে	এসেছো
৪৫	২৯	সরিদোপরি	সরিদুপরি

পাঠ সংযোগ।

চল্লিশ পৃষ্ঠায় উনত্রিশ পক্তির পর রাজারা ভদ্রার এরূপ আচরণ দেখে অমনি ছি ছি করে উঠে গেল। পাঠ করিতে হইবে।

শ্রীবৎস-চিন্তা।

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রাগদেশের রাজ পথ।

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

শনি। (স্বগত) তাই তো কি আশ্চর্য্য! আমি সূর্য্যনন্দন শনি আমার প্রতাপে ত্রিলোক কম্পমান। আমি যদি একবার কোপ দৃষ্টে চাই তা হলে লক্ষ্মীই বা থাকেন কোথা আর ব্রহ্মা বিষ্ণুই বা থাকেন কোথা, সকলকেই ভস্ম হয়ে উড়ে যেতে হয়। এতেও আবার লক্ষ্মী বলে আমি তোমার কত্তে বড় আমার মান জেয়দা। আরে মলো! নারায়ণ বক্ষ-স্থলে একটু স্থান দিয়েছেন বলে অহঙ্কারে আর বাঁচেন্ না। আবার তাও বলি রূপ খানা ভাল আছে, তা না হলে নারায়ণ এত অনুগত হবেন কেন? (প্রকাশে) লক্ষ্মি! আমা অপেক্ষা তুমি বড় একথা বলতে কি তোমার একটু লজ্জা বোধ হচ্ছে না?

লক্ষ্মী। কেন লজ্জা আবার কিসের? তুমি আমা অপেক্ষা প্রধান কেমন করে হলে?

শনি। (হাস্য মুখে) এ কথা আমার বলা বাহুল্য মাত্র এ কে না জানে যে পুরুষ পরেশ। এই প্রথমেই তো তোমার হার।

লক্ষ্মী। তুমি পুরুষ বলে কি আমি তোমার কাছে নিকৃষ্ট হব। কেন স্ত্রী দিগকেও তো রমণী-রত্ন বলে থাকে?

শনি। হাঁ বলে থাকে বটে, কিন্তু তুমি জান যে আমার আর একটি বিশেষ গুণ আছে।

লক্ষ্মী। না——

শনি। আমি যদি একবার কোপ দৃষ্টে চাই তাহলে ত্রিলোকে কি আর কিছু থাকে? সব ভস্ম হয়ে যায়। তার সাক্ষি গণেশ বাবাজীকে একবার দেখে ছিলেম তাতে তার মুণ্ডুটো যে কোথা উড়ে গেল, তা কেউ জান্তে ও পারলেনা। তবে সেই টে তোমাকে একবার দেখাতে হলো।

লক্ষ্মী। (স্বগত) আ মরি মরি কি গুণ মুখে আগুণ তোমার গুণের। (প্রকাশে) তোমার ও গুণ্ তো জগত বিখ্যাত তা আর দ্বন্দে প্রয়োজন নাই চল এখন শ্রীবৎস রাজার কাছে যাই, সেখানে গেলে এর উপযুক্ত বিচার হবে।

শনি। হাঁ হাঁ বলেছ ভাল, কেন ঝগড়া করে মরি চল সেই খানেই যাই। কিন্তু যেখানে যাও শম্মা বড় হবেন তার আর কথাটি নেই।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাজ-সভা।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রি! মহিষীর অভিলাষ হয়েছে যে তিনি কিছু দিন যমুনার উপকূলে বিহার করেন। তুমি স্বত্বর হয়ে সেখানে একটি সুরম্য আরাম প্রস্তুত করে দেও গে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। আর দেখ আমিও মহিষীর সঙ্গে যাব, তা যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগত না হই, সে পর্য্যন্ত তোমাকে রাজ্য ভার নিতে হবে?

মন্ত্রি। সে কি মহারাজ! অনন্ত-দেবের কার্য্য কি যে সে করতে পারে?

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

উভয়ে। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) আসুতে আজ্ঞা হোক আসুতে আজ্ঞা হোক এ কি ভাগ্য আজ আমি চরিতার্থ হলেম, আমার জন্ম সফল হলো। তবে এ পর্য্যন্ত আপনাদের কি মানসে আসা হয়েছে, আজ্ঞা করে এ দাসকে চরিতার্থ করুন?

শনি। মহারাজ! আমরা একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিকটে এসেছি।

রাজা। (সবিনয়ে) আজ্ঞা করুন।

লক্ষ্মী। মহারাজ! আপনার সৌজনতায় আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হলেম্। কিন্তু আমাদের যে জন্য আসা হয়েছে, তা অবি-চলিত চিত্তে শ্রবন করুন।

রাজা। যে আজ্ঞা বলুন।

লক্ষ্মী। আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা বিবাদ উপস্থিত হয়েছে, উনি বলেন আমি প্রধান, আমি বলি আমি প্রধান, আপনি হচ্ছেন পরম ধার্ম্মিক, পক্ষপাত পরিশূন্য হয়ে বলুন যে আমাদের মধ্যে কে প্রধান।

রাজা। (সবিষাদে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! এত ভারি বিপদ উপস্থিত দেখ্‌ছি। আমার পক্ষে তো উভয়েই সমান, তবে কাকে ছোট কাকে বড় বলা যায়! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তবে সেই ভাল তাই বলাযাক (প্রকাশে) আমি বিবেচনা করে দেখ্‌লেম যে আজ এর কিছুই হতে পারে না। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কাল একবার আসবেন তা হলে আমি এর যথার্থ বিচার করে দেব।

লক্ষ্মী। আচ্ছা মহারাজ! তবে আমরা এখন চল্লেম কাল অতি প্রত্যুষেই আসব।

রাজা। (সবিনয়ে) যে আজ্ঞা আসুন। (প্রণাম)

(উভয়ের প্রস্থান।)

রাজা। মন্ত্রি! এত বিষম বিভ্রাট দেখ্‌ছি, এখন কি করা যায়?

মন্ত্রী। মহারাজ! তার আর চিন্তা কি, কোন কৌশলে এর একটা উপায় করা যাবে।

রাজা। আচ্ছা তবে একটা উপায় স্থির করগে, বেলাটা অধিক হয়েছে আমি এখন অন্তপুরে চল্লেম।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(উভয়ের প্রস্থান।)

রাজান্তপুর।

(চিন্তা ও তরলিকার প্রবেশ)

চিন্তা। সখি! আর্য্যপুত্র যে আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন তা এতদিনে জান্‌তে পার্‌লেম।

তর। রাজমহিষি! এত দিনের পর জান্‌লেন কেমন করে?

চিন্তা। সখি! আমি মহারাজের নিকটে একটি অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেম, যে যমুনার উপকূলে কিছুদিন বিহার কর্‌ব। মহারাজ আমার সে অভিলাষটি পূর্ণ কর্‌বেন বলেছেন।

তর। রাজমহিষি! আপনি হচ্ছেন তাঁর হৃদয় সরোবরের পদ্মিনী তিনি আপনার মনোরথ পূর্ণ কর্‌বেন এ কোন বিচিত্র কথা?

চিন্তা। সখি! অনুকূল পতি যে রমণীকুলের লোচনানন্দদায়ক ও প্রীতিবর্দ্ধক তার আর কি পরিচয় দেব।

রাগিণী-বসন্ত। তাল জলদ মধ্যমান।

পায় যদি নারী কুল অনুকূল কান্ত।
সদত সে রমণী সুখিনী নিতান্ত!
রহে রতি-পতি স্ববশে একান্ত॥
প্রেমের পদার্থ চয়, সদা সম ভাবে রয়,
বিচ্ছেদের সাধ্য নয়; কর্‌তে সে সুখান্ত॥

(রাজার প্রবেশ।)

চিন্তা। (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) সখি! এই যে মহারাজ এই দিকেই আস্‌ছেন।

রাজা। কৈ মহিষি! কোথায়?

চিন্তা। (সসম্ভ্রমে) আসুন আসুন মহারাজ! আমি আপনার আসাপথ চেয়ে রয়েছি। কিন্তু আজ আপনার এমন ম্লান বদন দেখ্‌ছি এর কারণ কি?

রাজা। (সবিষাদে) প্রিয়ে! আর কি দেখ্‌ছ সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

চিন্তা। (সভয়ে) কেন কেন মহারাজ! কিহয়েছে? কিছুই যে বল্‌ছেন না? একেবারে নিরব হয়ে রইলেন যে?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর প্রিয়ে! কি বল্‌ব?

চিন্তা। কেন কেন এত বিষাদিত হচ্ছেন কেন? ব্যাপার টা কি বলুন না?

রাজা। আজ লক্ষ্মী আর শনি উভয়ে বিবাদ করে এসেছিলেন।

চিন্তা। তাতে আপনার এত বিষাদিত হবার কারণ কি? আর তাঁদেরি বা এমন কি বিবাদ উপস্থিত হয়েছে?

রাজা। তাঁদের বিবাদ, লক্ষ্মী বলেন আমি বড়—শনি বলেন আমি বড়, এই রূপ বিবাদ করে আমাকে এসে মধ্যস্থ মেনেছেন। কিন্তু আমি যে কাকে ছোট কাকে বড় কর্‌ব সেই ভাবনা ভেবে আমার বুক শুকিয়ে উঠ্‌ছে।

চিন্তা। নাথ! এটি ভাবনার বিষয় বটে, তা বোলে চিন্তা সাগরে মগ্ন হলে কি হবে? আপনি এ দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করে সেই জগত-চিন্তামণিকে শরণ করুন, তিনিই আপনার দুশ্চিন্তা দুর কর্‌বেন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

এত বিরষ বদনে কেন ভাবিছ রাজন।
শ্যাম নব জল ধরে করহ শরণ।
যিনি জগত আধার. সকলের মূলাধার;
তিনি করিবেন তব দুশ্চিন্তা হরণ।
সনকাদি ঋষিগণ, ভাবে যার শ্রীচরণ,
করিবেন তিনি তব মঙ্গল সাধন॥

মহারাজ! আপনি প্রসন্ন হন আপনার বিরস বদন দেখে

আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হচ্ছে। দেখুন এই জগত সংসার সুখ দুখে পরিপূর্ণ, তবে মনুষ্যরা আপনার কর্ম্ম দোষে সুখ দুঃখ ভোগ করে থাকে।

রাজা। প্রিয়ে! আমি সব জানি কিন্তু জেনেই বা কি কর্‌ব? শেষে যে একটা কি ঘটনা উপস্থিত হবে তাই ভেবে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে। দেখ আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে এই শব্দটা কি ভয়ঙ্কর কিন্তু ভেঙ্গে পড়্‌লে সকলি সহ্য হয়।

চিন্তা। মহারাজ! আমাদের ভাগ্য সেই জগত পিতার সেচ্ছাধিন। তাঁর মনে যা আছে তাই হবে, তবে বিপদের সময় আমরা তাঁর অভয়-চরণ বিস্মৃত না হই এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

রাগিণী সুরট খাম্বাজ। তাল আড়খেম্‌টা।

প্রাণ পতি রাখ মতি সেই জন চরণে।
যাঁর অনুগ্রহে জীব জয়ী হয় শমনে॥
যাঁহার নিয়ম বলে, জীবগণ চলে বলে,
তপন গগণে থাকি, কর দেয় ভুবনে॥
যোগীজন অনিবার, মন গৃহে দিয়ে দ্বার,
ভাবেন মুরতি যাঁর, মুদ্রিত নয়নে॥

মহারাজ! এর কিছু উপায় স্থির করেছেন কি?

রাজা। না প্রিয়ে! আমি এ পর্য্যন্ত এর কিছুই স্থির কর্‌তে পারিনি। বোধ হচ্ছে পারবো ও না। বোধ করি মন্ত্রী আমার নিমিত্ত অপেক্ষা কর্‌ছে, আমি এখন রাজসভায় চল্লেম।

চিন্তা। যে আজ্ঞা মহারাজ! আসুন কিন্তু বিবেচনা করে কর্ম্ম কর্‌বেন, যাতে কোন বিপদ উপস্থিত না হয়, আমি আর অধিক কি বল্‌ব।

(রাজার প্রস্থান।)

চিন্তা। তাইতো সখি ! এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, একথা শুনে অবধি আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

ভর। রাজমহিষি ! তার জন্যে এত ভবেলেই বা কি হবে ? ঈশ্বর অবশ্যই এর একটা উপায় করে দেবেন। বেলাটা অধিক হয়েছে, এখন চলুন পুজার আয়োজন করে দিই গে।

চিন্তা। হাঁ সখি ! চলো।

(উভয়ের প্রস্থান।)

রাজ-সভা।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) তাইতো এঁদের কাল আস্তে বল্লেম এখন কি করা যায় ? কিছুই ভেবে স্থির কর্‌তে পাচ্ছিনে ? যাহক এমনি একটা কৌশল কর্‌তে হবে যে আমি কোন কথা কবনা অথচ যথার্থ বিচার হবে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তবে সেই ভাল তাই করা যাক্, এ রূপ উপায় কর্‌লে ভবিষ্যতে আর কোন বিপদ হবার সম্ভাবনা নাই। (মন্ত্রীর প্রতি প্রকাশে) মন্ত্রি ! এক কর্ম্ম কর শীঘ্র দুখান সিংহাসন আন, একখান সোনার আর একখান রূপার, এনে দুপাশে দুখানা রাখ, তাঁদের বস্‌তে দিতে হবে তাঁরা আগত প্রায়।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা মহারাজ ! (দুইখান সিংহাসন আনিয়া দুই পার্শ্বে স্থাপন পূর্ব্বক)

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

(শনি ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। আসতে আজ্ঞা হোক আসুন আসুন।

শনি। মহারাজ আমরা তো এলেম তবে আমাদের বিচারটা হোক ?

রাজা। যে আজ্ঞা আপনারা অগ্রে এই সিংহাসনে বসুন, তার পরেই বিচার হবে।

শনি। আচ্ছা মহারাজ। (স্বর্ণ সিংহাসনে লক্ষ্মীর উপবেশন, ও রৌপ্য সিংহাসনে শনির উপবেশন।)

লক্ষ্মী। মহারাজ পক্ষপাত পরিশূন্য হয়ে বলুন যে আমাদের মধ্যে কে প্রধান।

রাজা। দেবি! এ বিষয়ে আমার কোন কথা কওয়া কেবল বাহুল্য মাত্র। আসন বিশেষে, আপনারাই কেন বিবেচনা করে দেখুন না যে আপনাদের মধ্যে কে প্রধান আর কে নিকৃষ্ট?

শনি। (সক্রোধে) কি তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা! রূপার সিংহাসনে বসিয়ে লক্ষ্মীর কাছে তুই আমাকে ছোট করলি? আমি সূর্য্যানন্দন শনি আমার এত অপমান! হাঁরে পাপিষ্ট এর সমুচিত প্রতিফল তোকে না দিয়ে কখনই ক্ষান্ত হবনা? তখন তুই মনে মনে কর্‌বি যে কেন লক্ষ্মীকে বড় করেছিলেম। (বলিতে বলিতে শনির প্রস্থান।)

লক্ষ্মী। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) মহারাজ! মান রক্ষা করাতে আমি যে আজ আপনার প্রতি কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি তার আর কি বলব। আমি আজ পর্য্যন্ত মহারাজের নিকটে অচলা হয়ে রইলেম। আর শনি আপনাকে যত দিন কষ্ট দেবে, ততদিন আমি ছায়ার ন্যায় আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব ও সর্ব্বদা রক্ষা কর্‌ব। এতে আপনি ক্ষণকালের জন্যও ভাবিত হবেন্ না। মহারাজ! এখন আমি বৈকুণ্ঠে চল্লেম, আপনার মঙ্গল হোক।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) ইনিও তো গেলেন, এখন শনির কোপ কেমন করে রক্ষা পাই। তবে যাই একবার অন্তপুরে গে মহিষীকে বলি, এখানে দাঁড়িয়ে আর ভাবলেই বা কি হবে?

(রাজার প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজপথ।

(কাঁথা স্কন্ধে লইয়া ছদ্মবেশে রাজা ও রাণীর প্রবেশ)

রাজা। (সরোদনে) প্রিয়ে! আজ অবধি তো আমাদের জীবনের সকল সাধ মিট্‌লো; শনির কোপে পড়ে রাজ্য, ধন, জন সকল গেল, কেবল আমরা দুজন প্রাণে বেঁচে আছি মাত্র। (দীর্ঘ নিস্বাস ত্যাগ করিয়া) হা বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল; হায়! হায়! শেষে যে আমার অদৃষ্টে এত হবে তা আমি স্বপনেও জান্‌তেম না। প্রিয়ে! আমি এখন বন গমনে কৃত-নিশ্চয় হয়েছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমার সৌভাগ্য শশীর উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি পিত্রালয়ে বাস কর গে।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

যাও হে তব জনক ভবনে।
কেন আর প্রিয়ে আমার সনে,
পাইবে যাতনা, হরিণ নয়না,
স্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় বনে।।
রাজার রমণী রাজার সন্ততী,
রাজভোগে সদা ছিলে গুণবতি,
নিবিড় কাননে কষ্ট পাবে অতি,
নয়নের জল রবে নয়নে।
প্রিয়ে হে তব শ্রীমুখ নলিন,
বন পর্য্যটনে হবে মলিন,
অনুভব করি, হে জীবিতেশ্বরি;
এত দুখ সবে না।

বনের দারুণ কঠিন মাটিতে,
পাইবে যাতনা হাঁটিতে হাঁটিতে,
তাই বলি যাও জনক বাটীতে,
দিন পেলে সুখী হব মিলনে ॥

প্রিয়ে! তুমি কোমলাঙ্গী; বনবাস ক্লেশ সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না?

চিন্তা। নাথ! ও কথা আপনি আর আমাকে বল্‌বেন না? আমি এ অবস্থায় পিত্রালয়ে গেলে সমাদর পাব না। দুখিনী বলে সকলেই ঘৃণা কর্‌বে। অতএব মহারাজ! এ দাসীকে পরিত্যাগ কর্‌বেন না, সঙ্গে করে নিন। নাথ! বনবাসে যদিও আমার ক্লেশ হয়, আপনার চন্দ্রবদন দেখে সমুদয় ক্লেশ নিবারণ হবে। কিন্তু পিত্রালয়ে থেকে আপনার দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা কোন মতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। আর আমি সঙ্গে থাকলে আপনারো অনেক ক্লেশের লাঘব হবে।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়্‌খেম্‌টা।

মহারাজ এ দুখিনীরে যেও না ত্যজিয়ে হে।
করিব চরণ সেবা নিকটে থাকিয়ে হে ॥
শুন ওহে চিতগামি, তুমি হলে বনোগামি,
কার মুখ চেয়ে আমি, থাকিব বাঁচিয়ে হে, ॥
কি কহিব গুণরাশি, যদি দুখ পায় দাসী,
নিবারিব দুখ রাশি, ও-মুখ চাহিয়ে হে ॥

নাথ! আমি আপনার চিরদাসী আমাকে পরিত্যাগ করে যাবেন্‌ না। নাথ! আমিতো কখন কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমাকে কি দোষে পরিত্যাগ কর্‌তে চাচ্ছেন?

রাজা। প্রিয়ে! আমি যে অপরাধের নিমিত্তই বল্‌ছি তা কখনই মনে করো না। তুমি স্বভাবতই অতি সুশিলা ও পতি প্রাণা তোমার অপরাধ কোন মতেই সম্ভব হয় না। তবে

কেন বল্‌ছি, তুমি অতি কোমলাঙ্গী সর্ব্বদা রাজ পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্টা থাক্‌তে, তোমার*শরীরে বনবাসের অসহ্য ক্লেশ কিরূপে সহ্য হবে ?

চিন্তা। নাথ! এ কথাটি আপনার বলা বাহুল্য মাত্র, যদি আপনার শরীরে ক্লেশ হয় তা কি আমার হবে না ? অন্তত মনেও হবে। দেখুন সতী পতির অর্দ্ধাঙ্গী।

রাগিণী বাহার। তাল আড়্‌খেমটা।

সতী পতি ছাড়া রয় কি কখন।
তার সাক্ষি দেখ সখা জানকী সতী যেমন।
আর দেখ প্রাণপতি, কৃষ্ণা গুণবতী সতী,
কাননে করিল গতি, লয়ে স্বামি পঞ্চজন।
সাবিত্রী পতির সনে, প্রবেশি গহন বনে,
বাঁচাইয়ে ছিলো নাথের, অমূল্য জীবন ধন ॥

তা যদিও আমি পিত্রালয়ে থাকি, তা হলে আপনার বন গমন স্মরণ হলে যেরূপ ক্লেশ হবে, বোধকরি আপনার সঙ্গে গেলে তার শতাংশের একাংশ ও হবে না। অতএব নাথ! দাসীকে পরিত্যগ করে যাবেন্ না ? কারণ মানুষের শারীরিক ক্লেশ অপেক্ষা মানসিক ক্লেশ অত্যন্ত দুঃসহ।

রাজা। প্রিয়ে! সকলি সত্য বটে, কিন্তু তুমি সঙ্গে গেলে আমার ক্লেশ দুর হওয়া দুরে থাক, বরং সেই প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে রাহু গ্রস্থ চন্দ্রের ন্যায় তোমার মলিন মুখচন্দ্র দেখে আর ক্লেশ বৃদ্ধি হবে। অতএব প্রিয়ে! আমার সহিত বনগমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ কর।

চিন্তা। নাথ! সে বিষয়ে দাসীকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার সঙ্গে যাবই।

রাজা। (স্বগত) তাই তো এ যে আবার ঘোর সঙ্কটে পড়্‌লেম। যদি নিয়ে যাই তা হলে স্ত্রী-লোক সঙ্গে থাক্‌লে পথে অনেক বিপদ উপস্থিত হতে পারে। আর যদি না নিয়ে যাই তা

হলে প্রিয়ে দেখ্‌ছি যেরূপ পতিব্রতা, ও আমার প্রতি অনু-রক্তা যদি আমার বিরহেঁ প্রাণই ত্যাগ করেন ; তবে তাই বা কিরূপে হয় ? তবে না হয় নিয়েই যাই, যেরূপ বিপদ উপস্থিত হয়েছে এর অপেক্ষা আর অধিক কি হতে পারে ? ভাল আর একবার কেন বুঝিয়ে দেখা যাক না ? (প্রকাশে) প্রিয়ে ! তুমি অতি কুসুম সুকুমারী ; বনের ফল মূল আহার ও গিরি-নদীর কষায় জল পান করে দেহ ধারণ কর্‌তে পার্‌বে না ? অতএব শান্ত হও, চল বরং আমি তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে রেখে আস্‌ছি।

চিন্তা। (সবিষাদে) নাথ ! আমি তো পূর্ব্বেই বলেছি যে পিত্রা-লয়ে যাব না, তবে আপনি আমাকে কেন প্রতারণা কর্‌ছেন ? (সরোদনে) হা হত বিধি ! তোর মনে কি এই ছিল ? রাজ্য সুখে বঞ্চিৎ করে কি তোর এখনো মনো বাসনা পূর্ণ হলো না ? পুনর্ব্বার পতি সুখে বঞ্চিৎ কর্‌তে উদ্যত হয়ে ছিস ? তোর দোষ কি সকলি আমার কপালের দোষ। হা নির্দ্দয় শনি ! তুই তো এ অনর্থের মূল, তোর কোপানলে পড়ে আমার প্রাণনাথ বনোবাসী হতে চল্লেন। (রোদন)

রাজা। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ওকি ওকি প্রিয়ে ! আর কেঁদোনা, কি কর্‌বে বলো সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা !

চিন্তা। (চক্ষের জল মার্জ্জন করত।)

রাগিণী-ঝিঝিট ! তাল জলদ্‌ মধ্যমান।

সখা ! সাধে কি আঁখি মম করেছে রোদন।
তব ম্লান মুখ, হেরি ফাটে বুক,
কি বোলে নয়নে তবে করিব বারণ ॥
তুমি হে ভূপতি বর, অনুপম গুণধর,
স্বপনের অগোচর, তব নির্ব্বাসন ॥
পিতৃ সত্য পালনে, রাম গিয়ে ছিলেন বনে,
কার সত্য হেতু তব কাননে গমন ॥—

নাথ! আমি এই বিনয় করে গলায় কাপড় দে বল্‌ছি অধিনীকে পরিত্যাগ করে যাবেন্‌ না।

রাজা। প্রিয়ে! যদি একান্তই যাবে তবে চলো বারণ তো শুন্‌লে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(উভয়ের পুনঃ প্রবেশ)

রাজা। (হঠাৎ শনিকৃত মায়া নদী দেখিয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কোথায় এলেম এ যে ভয়ঙ্কর নদী দেখ্‌ছি? আঃ এর যে কূল কিনারা কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) এ কি এ নদী কি বনের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে আছে? তবে এ নদী কেমন করে পার হওয়া যায়? (প্রকাশে চিন্তার প্রতি) প্রিয়ে! এই তো এক ভয়ানক নদী দেখছি এখন কি করা যায়?

রাগিণী ঝিঝিট। তাল তেলেনা।

বল দেখি বিধুমুখি উপায় আমায় ॥
দুখের দুখিনী বলি জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
কুল কুল রবে সতি, বহিতেছে স্রোতস্বতি,
বাড়িছে তরঙ্গ অতি, অনিল সহায়;
কেমনে হইব পার, নাহি তরী কর্ণধার;
নিরখি নদী অপার, শোণিত শুকায় ॥

প্রিয়ে! আমি তোমাকে তখনি বলেছিলাম যে পিত্রালয়ে যাও, আমার সঙ্গে এসো না এলে সমধিক কষ্ট পাবে।

চিন্তা। মহারাজ! আপনি যখন আমার নিকটে আছেন, তখন এ কষ্ট আমার কষ্ট বলে বোধ হচ্ছে না। অধিক কি বল্‌ব আপনার সঙ্গে এ গহন কাননে থেকে ও আমি যেন সেই সুখ ভোগ কর্‌ছি।

(শনির নাবিক বেশে প্রবেশ।)

চিন্তা। (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) নাথ! ঐ এক জন নাবিক আস্‌ছে যেন বোধ হচ্ছে না?

রাজা। (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) হাঁ হাঁ নাবিক বটে এই যে নৌকা নিয়ে এই দিকেই আস্‌ছে। আঃ ঈশ্বর জুটিয়ে দিলেন। (নাবিকের প্রতি) ওহে নাবিক! আমাদের পার করে দিতে পার?

নাবি। কেন মহাশয় পারবোনা কেন?

রাজা। তবে দাও তো বাপু আমরা অনেকক্ষণ কষ্ট পাচ্ছি।

নাবি। যে আজ্ঞা মহাশয়, কিন্তু ভাঙ্গা নৌকোয় আমি তিন জন্‌কে একেবারে পার করতে পার্‌বো না।

রাজা। (হাস্য মুখে) কৈ হে বাপু তিন জন কোথায়, এই তো আমরা দুজন।

নাবি। আজ্ঞা হাঁ আপনারা দুজন বটে কিন্তু ও কাঁথা খানা এক জনের ধাক্কা। আমার এই ভাঙ্গা নৌকো তা আমি তিন জন্‌কে পার কর্‌তে পার্‌বনা। আগে আপনাদের পার করি পরে কাঁথা পার কর্‌ব, না হয় আগে কাঁথা পার করি পরে আপনারা পার হবেন? এতে আপনার যে রূপ মত হয়।

রাজা। (স্বগত) তাই তো এ ও যে ভারি বিপদ দেখ্‌ছি? আমার নিকটে যা যৎকিঞ্চিৎ গোপনীয় অর্থ আছে তা কাঁথার ভিতর। বিশ্বাস করে পার কর্‌তে দেব যদি নিয়ে পলায়? (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ তা কি পারবে? এখনো অধর্ম্মের রাজত্ব হয় নি? (প্রকাশে) ওহে বাপু নাবিক তবে আগে কাঁথাই পার কর?

নাবি। যে আজ্ঞা। (কাঁথা লইয়া নাবিকের অন্তর্ধ্যান)

রাজা। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া সচকিতে) প্রিয়ে এ কি? সে নদীই বা কোথা, সে নাবিকই বা কোথা, আর সেই ভাঙ্গা নৌকাই বা কোথা? এ যে সেই গহন কানন দেখ্‌ছি? কি আশ্চর্য্য! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌লেম? না স্বপ্নই বা কেমন করে আমি তো জাগ্রতাবস্থায় আছি।

চিন্তা। মহারাজ! বোধ হচ্ছে এ সেই দুর্বৃত্ত শনির কাজ।

(নেপথ্যে) কেমন মহারাজ! এখন তোমার লক্ষ্মী কোথায়?

চিন্তা। ওই শুনুন মহারাজ!

রাজা। হা দুর্ব্বৃত্ত শনি ! রাজ্য সম্পদ সমুদয় নষ্ট করেও সন্তুষ্ট হলে না শেষ যা যৎকিঞ্চিৎ গুপ্ত ধন ছিল তাও হরণ কর্‌লে ? হা বিধাতঃ ! শেষে যে আমার অদৃষ্টে এত দুখ ছিল তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। তা সে যাহক এখন তোমার মলিন বদন দেখে আমার অন্তকরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে ! প্রিয়ে ! তখনি তো বলেছিলেম্‌ যে আমার সঙ্গে বনে এসো না এলে অতিশয় কষ্ট পাবে ?

চিন্তা। মহারাজ ! পূর্ব্বেই তো বলেছি যে আপনি যদি বনবাস ক্লেশ অনায়াশেই সহ্য কর্‌তে পারেন তা হলে আমিও পারবো। নাথ ! আপনি যখন আমাকে বিরহ ক্লেশ দেন্‌নি, তখন এ ক্লেশ্‌কে কি আমি ভয় করি ?

রাজা ! প্রিয়ে ! বল্‌ছ বটে কিন্তু আমার মনে ভাল লাগ্‌ছে না। তা যাহক এখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হয়ে পড়েছি আর চল্‌তে পারি নে, সর্ব্ব শরীর ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়্‌ছে। এ দেখ্‌ছি যে বিজন বন এ বনে ফল, মূল পাওয়া অত্যন্ত সু কঠিন। বোধ করি আহার অভাবেই প্রাণ ত্যাগ কর্‌তে হয়। আঃ ঈশ্বর করুন তাই হোক ! তা হলে এ যন্ত্রণা থেকে একেবারেই মুক্ত হই।

চিন্তা। মহারাজ ! এত কাতর হচ্ছেন কেন ? সুস্থির হোন, যিনি আমাদের দেহে প্রাণ দিয়েছেন তিনিই আহার দেবেন।

(দুই জন ধীবরের প্রবেশ।)

রাগিণী বাহার। তাল খেম্‌টা।

মেছো। মাচ ধরেছি আজ ভাগিরথী নদীর জলে।
মনের সাধে ঘরে গিয়ে পেট ভরে খাব সকলে ॥
মাচ দেখে নানা মত, বৌ মা খুসি হবে কত,
রাঁধবে খেতে পারবে যত, মনের মত ঝোল অম্বলে।
বাকি মাচ মাথায় করে; হাটে যাব বেচ্‌বার তরে,
মাচ বেচে টাকা করে, মল গড়াব কুতুহলে ॥

প্রথম। ভাই আজ্‌কে এই শোল মাচ্‌টা দেখে বৌ মা একেবারে আহ্লাদে আট খানা হবে এখন, আর আমি অমনি নেজায় মুড়োয় দশ খানা হয়ে যাব।

দ্বিতীয়। দুর হত ভাগা বৌ মা কিরে ?

প্রথম। কেন বাবা যে তিন বেলা বলতো আমি, কি এক বারো বল্‌তে পারিনে।

দ্বিতীয়। দুর বোকা সে যে তোর শ্রী-রি।

প্রথম। হাঁ হাঁ আমি জানি তোকে আর শিখিয়ে দিতে হবে না, শ্রী-রি বল্লেই তো বল্‌ছি। কিন্তু ভাই তার যে রূপ তা আর আমি কি বল্‌ব।

দ্বিতীয়। বল্‌না ভাই শুনি ?

প্রথম।

রাগীণী সোহিনী বাহার। তাল খেমটা।

জেলেনীর রূপের পরিচয়।
বল্‌তেগেলে সিউরে উঠে অঙ্গ সমুদয়॥
কিম্‌ভূত কিমাকার, জেলেনী প্রাণ আমার,
পেত্নী মেনেছে হার, লেজ্‌টী দিলেই হয়।
যখন আবার হাস্য করে, খই খায় আঁধার ঘরে,
নিকটে থাকিনে ডরে, কখন বা কি হয়॥

ভাই গুণো আবার তেম্‌নি! তার গুণে রাত্রিরে বাড়ীতে লোক ছাড়া থাকে না। যেন সোনাগাজির—দরগা করে ফেলেছে।

দ্বিতীয়। এঁ্যা তবেতো তার বড় গুণ, তাকে একবার ডাকনা ভাই ?

প্রথম। হুঁ জেলেনীকে আমি ডাকি, আর তুই আমার অন্তরে কাটি দিস ? তা হবে না বাবা আমি কি তেমনি কাঁচা ছেলে ?

দ্বিতীয়। না রে না তাও কি হয় তুই ভাই একবার ডাক।

প্রথম। দেখিস ভাই সে তোর বৌমা হয়, তবে আমি ডাকি (নেপথ্যেরদিকে আসিয়া) ও জেলেনি! এ কবার এদিকে

আয়গো। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) আমি জানি তার ভারি গুমোর বৌ-মা না বল্লে কথনই আস্‌বে না ও বৌ-মা এক্‌বার এদিকে আয়-গো।

(জেলেনীর প্রবেশ)

ঐ দেখ বৌ-মা বলেছি আর অম্‌নি এসেছে, আমাকে ভাঁই বড় ভাল বাসে।

জেলেনী। আঃ মরণ আর কি! পোড়া যম কি তোকে ভুলে রয়েছে, আমি কি তোর বেটার বউ যে আমাকে বৌ-মা বলে ডাক্‌ছিস।

প্রথম। কেন তুই আমার বাবার বেটার বৌ-মা নস? সে যাহক জেলেনি! আজ মেলা মাছ ধরেছি। এই মাছ বেচে কোন্ শালা না তোকে ডাইমন কাটা মল গড়িয়ে দেয়।

জেলেনী। আজ এত ঠাটাই হচ্ছে কেন?

রাগ শঙ্করা। তাল আড়খেম্‌টা।

যাও যাও জেনেছি নাথ আমায় যত ভালবাস।
আশা দিয়ে অধিনীরে কেবল অন্তরে হাস।
কেন আর কর ছল, সে ধনীরে দিও মল,
যার প্রেমে ঢলা ঢল, হয়ে সুখো-নীরে ভাস॥
পূর্ব্ব জন্ম পূণ্যতরে, পড়েছি তোমার করে;
যম যদি দয়া করে, তবেই মেটে অভিলাষ।

আমাকে আর তোমার গয়না দিতে হবে না, তুমিই সুখে থাকো।

রাজা। প্রিয়ে! ওই দেখ দুজন জেলে আস্‌ছে ওদের কাছে কিছু মাছ ভিক্ষা করি, অনেক দিন মাছ খাইনি বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

চিন্তা। (সরোদনে স্বগত) হা নিদারুণ বিধি তোর মনে কি এই ছিল। হায়! হায়! শেষে মহারাজাধিরাজকেও ভিক্ষা কর্‌তে হলো। (প্রকাশে) মহারাজ তবে তাই করুন প্রাণ্‌টা তো বাঁচাতে হবে?

রাজা। ওহে বাপু ধীবর! আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েছি, দয়া করে যদি কিছু মাছ আমাদের দেও; তা হলে আহার করে প্রাণটা বাঁচাই। আর এনেক দিন আহার করিনি বড় ইচ্ছাটাও হচ্ছে॥

প্রথম। আঃ কি আমার গুরু পুত্র এলেন্ গো, উনি অনেক দিন মাছ খান্নি, ওঁকে মাছ দেও যা-যা- মাছ পাবিনি; আমরা সারা দিন জাল ফেলে ফেলে খুন হয়ে গোটাকত মাছ পেয়েছি, তা ওঁকে দিয়ে যাও।

চিন্তা। বাছা যাথার্থই আমরা ক্ষুধিত হয়ে তোমাদের নিকটে কিঞ্চিৎ মাছ ভিক্ষা কর্‌ছি, একটা মাছ দিয়ে যদি দুটো মহা প্রাণির প্রাণ রক্ষা কর, তা হলে ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল কর্‌বেন।

দ্বিতীয়। ওরে মেয়ে মানুষটীর কি মিষ্টি কথা দেখেছিস, দে ভাই একটা মাছ বৈত নয়?

প্রথম। ইঃ শালা যেন দাতাকর্ণ সেন হয়ে এল রে উনি সাউকুড়ি কর্‌ছেন একটা মাছ দে। আমি দেব না, তুই আমার কি কর্‌বি? আমি এখান থেকে চল্লুম। আয় গো আয় জেলেনি আমরা ঘর্ যাই।

(জেলেনী ও জেলের প্রস্থান)

দ্বিতীয়। মহাশয় ও শালা ভারি পাজি, এই নিন, এক্‌টা মাছ নিয়ে আপনারা আহার করুন গে। (মৎস্য প্রদান।)

রাজা। (মৎস্য গ্রহণ পূর্ব্বক) আঃ বাচালে বাপু ঈশ্বর তোমায় মঙ্গল করুন।

(দ্বিতীয় জেলের প্রস্থান)

রাজা। প্রিয়ে! এইত অনেক কষ্টে এক্‌টা সকুল মৎস্য পাওয়া গেল, তবে চল ওই সরোবরের ধারে দগ্ধ করে আহার করা যাক গে।

চিন্তা। যে আজ্ঞা চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

বন

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) হা দগ্ধ শনি! তোর মনে কি এই ছিল রাজ্য নাশ বনবাস দিয়েও কি ক্ষান্ত হলিনি? অবশেষে আমার প্রণাধিকা প্রিয়াকেও হরণ কর্‌লি? হা লোচনানন্দ দায়িনি! হা আমার হৃদয় সরোবরের পদ্মিনি! তুমি আমাকে পরি ত্যাগ করে কোথায় গেলে? হা সৌন্দর্য্যশালিনি! হা পতি প্রাণা! তুমি সর্ব্বদা আমাকে বল্‌তে যে নাথ! আমি ছয়ার ন্যায় নিয়ত তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ থাক্‌ব। এখন আমার কপাল দোষে সে সকল কথা কি সকলি মিথ্যা হলো?

বেহাগ। তাল আড়খেম্‌টা।

কোথা গেলে পরিহরি প্রেয়সি আমায়।
তব অদর্শনবাণ যেন অশনির প্রায়॥
না দেখে সে বিধুমুখ, বিদীর্ণ হতেছে বুক,
আমার কপালে দুখ, দোষিব বল কাহায়।
আহা মরি হায় হায়, প্রিয়ে তব স্বর্ণ কায়;
কোমল কমল প্রায়, অতি সুলোলিত।
কিন্তু এ বিরহবাণ, অতিশয় খরশান,
পাষাণেতে সুনির্ম্মাণ, হয় হেন অভিপ্রায়॥

হায় হায়! আজ আমি কি কুক্ষণে কাষ্ঠ আহোরণ কর্‌তে গিয়েছিলেম। গৃহে প্রত্যাগত হয়ে দেখি যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়ে গৃহে অন্ধকার করে একবারে অন্তর্হিত হয়েছে। হায় হায় কি দুর্দ্দৈব! প্রত্যেক প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীদের জিজ্ঞাসা করলেম কিন্তু কেউ বল্‌তে পার্‌লে না যে দেবী

কোথায় গিয়েছেন। হা হরিণ নয়নে! তুমি পূর্ব্বে আমার বিরহ বেদনা এক মুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারতে না; এখন এত দীর্ঘকাল কিরূপে সহ্য করছ। হা পূর্ণেন্দুমুখি! হা অন্যথা সম্ভাবিনি! তোমার সেই শরদ-শশী বিনিন্দিত চন্দ্রবদন আর কি দেখতে পাবনা?

রাগিণী সুরট খাম্বাজ। তাল একতালা।

কোই মম প্রাণ প্রেয়সী,
কোই প্রাণ প্রেয়সী মমহৃদি শশী,
হও হে উদয়, হৃদে মোহন সাজে।
না হেরি তোমার বিধুবয়ান,
যুগ-শত মনে হতেছে জ্ঞান,
অবিরত হানি কুসুম বাণ,
দহে প্রাণ স্মররাজে॥
প্রাণ প্রতিমা প্রাণের ঈশ্বরি,
কোথা গেলে নাথে প্রতারণা করি,
বলনা কেমনে জীবন ধরি,
গহন কানন মাঝে।
সুধামুখি! হেরি শ্রীমুখ তোমার,
পাপ দেহে প্রাণ ছিল হে আমার,
এখনো নিলাজ জীবন আর,
দেহে আছে কোন কাযে॥

হা প্রিয়ে! কোথাগেলে! তোমার বিমল বদন না দেখে জগত অন্ধকারময় দেখ্‌ছি, সর্ব্বশরীর ভারময় বোধ-হচ্ছে। তা এই শিলাতলে বসে ক্ষণকাল বিশ্রামকরি। (উপ-বেসন) আঃ শ্রান্তি দুর হল বটে, কিন্তু প্রিয়তমার বিরহ অনল দেহ অভ্যন্তরে যে একবারে জ্বলে উঠলো। হা প্রিয়ে! (মূর্চ্ছা)

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। (স্বগত) আহা ! জগত সংসারে প্রেমই অমূল্যধন। বিধাতা যদি এ প্রেমধন সৃজন না কর্‌তেন তা হলে জগতে কি কিছু থাক্‌তো ? তা যাই দেখি গে মহারাজ বুঝি অচেতন হয়ে রয়েছেন। (নিকটে আগমন করিয়া) আমরি মরি ! যেন শরদ কালের পূর্ণচন্দ্র ধূলায় পড়েরয়েছে, নৃশংস শনির হৃদয়ে কি দয়ার লেষ মাত্রও নেই। আমরি মরি ! বিধাতা কি এঁর হৃদয় মন্দিরকে অকৃত্রিম প্রেমের আবাস-স্থান করে দিয়েছেন !

রাজা। (নয়ন উন্মিলন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া) রাম রাম আমি কি এতক্ষণ স্বপ্নে প্রেয়সীকে দেখ্‌ছিলেম ! হা প্রিয়ে কোথা গেলে ?

লক্ষ্মী। মহারাজ ! আর বিলাপ করবেন না। আপনি যথার্থই প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশ কর্‌তে অবনীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

রাজা। (লক্ষ্মীকে দেখিয়া সচকিতে) আসুন আসুন দেবি ! বিপদের সময় যে এ দাসকে মনে পড়েছে তাতেই আমি কৃতার্থ হলেম। (সরোদনে) দেবি ! আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনার সম্মুখে এ পাপ দেহ পরিত্যাগ করে যাতনার এক শেষ করি। হায় ! হায় ! আমি কি কেবল যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তেই এ অবনীতে জন্ম গ্রহণ করে ছিলেম ? মাত ! প্রথমত রাজ্য নাশ, বনবাস, তার পরে প্রিয়া ধনেও বঞ্চিৎ হলেম।

লক্ষ্মী। মহারাজ ! আপনি আর বিলাপ করবেন না অবিলম্বেই আপনার সৌভাগ্য শশীর উদয় হবে।

রাজা। দেবি ! আপনি যা আজ্ঞা কর্‌ছেন তা আমার শিরোধার্য্য ! কিন্তু প্রিয়তমার দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা আর সহ্য কর্‌তে পারিনে ? আজি আমি বন হতে প্রত্যাগত হয়ে দেখি যে কুটীর শূন্যময়। প্রতিবাসিদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেম তারাও কিছু নিশ্চয় বল্‌তে পারে না। অতএব জননি ! আপনি

যদি এর কিছু জানেন, তা হলে প্রকাশ করে আমার মনের উদ্বেগ দূর করুন ?

লক্ষ্মী। মহারাজ ! আপনি আর চিন্তা কর্‌বেন না অপনার প্রিয়তমার কোন অমঙ্গল ঘটনা হয় নি ?

রাজা। দেবি ! তবে বিশেষ করে বলুন শুনে আমার অন্তর শীতল হোক !

লক্ষ্মী। আজ চিন্তা সম্মুখস্থ ভাগীরথী নদীতে স্নান করবার জন্যে গিয়ে ছিল। হঠাৎ সেখানে এক জন সাধু চিন্তার অনুপম রূপ লাবণ্যে মোহিত হয়ে বল পূর্ব্বক আপনার নৌকায় নিয়ে গেল।

রাজা। অ্যাঁ প্রিয়াকে নিয়ে গেল ? দেবি ! তার পর ?

লক্ষ্মী। সাধুর এরূপ অত্যাচার দেখে আমি ভাব্‌লেম যে চিন্তা অতি পতিব্রত্তা, বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখী, যদি সাধু দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ করে, তা হলে তো চিন্তার পতিব্রতা ধর্ম্ম নষ্ট হবে। এই ভেবে আমি পবনকে আজ্ঞা দিলেম, যে সাধুর তরী জলমগ্ন করে চিন্তাকে আমার নিকটে নিয়ে যায়। পবনকে এইরূপ আদেশ দিয়ে আমি প্রস্থান কর্‌লেম। ক্ষণকাল পরে দেখি যে পবন চিন্তাকে নিয়ে আমার নিকটে এসেছে।

রাজা। দেবি ! তার পর কি হলো ?

লক্ষ্মী। মহারাজ সেই অবধি চিন্তাকে আমি যত্ন পূর্ব্বক রেখেছি, যতদিন পর্য্যন্ত আপনার সৌভাগ্য-শশীর উদয় না হয় সে পর্য্যন্ত চিন্তা আমার কাছে থাকুক।

রাজা আঃ বাঁচ্‌লেম এ কথাটা শুনে তবু প্রাণ শীতল হলো। কিন্তু দেবি ! এখন আমি কোথায় যাব, আর কি কর্‌ব ? আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দিন।

লক্ষ্মী। মহারাজ ! আপনি এখন সৌতি-পুরে যান। তথাকার অধিপতি সুবাহু রাজার কন্যে সুলক্ষণা ভদ্রাকে যদি কোন কৌশলে বিবাহ কর্‌তে পারেন, তা হলেই আপনি আশু শনির কোপ দৃষ্টি হতে মুক্ত হবেন। কিন্তু উক্ত বিবাহ

কার্য্যে আমিও আপনার বিস্তর সাহায্য কর্‌ব। এখন আমি চল্লেম আপনার মঙ্গল হোক।

রাজা। যে আজ্ঞা তবে আসুন।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) তবে সৌতিপুরেই যাই এখানে থেকে আর ফল কি ?

(রাজার প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

সৌতিপুরস্থ উদ্যান।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আহা ! এ উদ্যানটী কি রমণীয় রতিপতির আবাস স্থান বল্লেই হয়। এ পুষ্প বৃক্ষ গুলি কুসুম কলি প্রসব করে কি মনোহর শোভা সম্পাদন কর্‌ছে ? বৃক্ষ গুলি কেমন নব নব পল্লবে সুশোভিত হয়েছে। দেখ্‌লে চক্ষের পাপ যায়। আ মরি মরি ! এ সরোবরটী কি রমণীয় ? বোধ হয় স্মর রাজ ভাবে দ্রব হয়ে সলিল ময় হয়েছেন। যাহক স্থানটী অতি রমণীয় বটে ? তবে এই স্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করা যাক। (উপবেশন) আঃ শরীর টে অতিশয় স্নিগ্ধ হলো ! যাহক এই সৌতিপুরে তো এসে উপস্থিত হলেম, এখন কি করেই বা সেই সুবাহু রাজনন্দিনী সুলক্ষণা ভদ্রাকে লাভ করা যায়। (অধোবদনে চিন্তা)

(চাঁপা মালিনীর প্রবেশ)

চাঁপা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! কাল দেখে গেছি সব ফুলের গাছ গুলো শুকিয়ে গেছে, রাতা রাতি সব গজিয়ে উঠ্‌লো নাকি ? এই যে ! নব মালিকা গাছ গুলোর প্রতিপল্লবেই ফুল ধরেছে ! বা-বা বিধাতার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল !

(হাস্য বদনে) ওমা এই যে জুঁই ফুলের গাছ গুলিতে ফুল ফুটেছে ? বা ঐ যে কথায় বলে

"যখন যার কপাল ধরে।
আকাশের চাঁদ পায় করে ॥,,

তা বোধ করি আজ অবধি আমার কপাল ফির্‌লো ? (রাজাকে দেখিয়া) ও মা ! এ-কে আ-মরি মরি ! কি ভুবন মোহন রূপ যেন অকলঙ্ক পূর্ণশশী ভুতলে উদয় হয়েছে।

রাগিণী সোহিনী বাহার। তাল আড়খেম্‌টা।

গগণো ত্যজি কি আজি শশী উদয় ধরায়।
অথবা কি রতি পতি ত্যজিয়ে প্রিয়ায় ॥
বুঝি ওই গুণধরে বিধি অনুরাগ ভরে,
গড়েছে বিরলে বসি হেন অভিপ্রায়।
হেরিলে ও মনোহরে, কাহার না মন হরে,
আমরা কি ছার রতি মোহ হয়ে যায়।
হেন মনে অভিলাষ, দাসী হয়ে বারোমাস,
নিয়ত নিযুক্ত থাকি চরণ সেবায় ॥

এর যদি নারী থাকে তা হলে তার তুল্য অরসিক এ জগতে আর নেই।

তাহার জনমে ধিক শত ধিক তায়।
হেন পতি কাছ ছাড়া করে কে কোথায় ॥

কিন্তু এর বিরস বদন দেখ্‌ছি, বোধ হয় যেন ভাবনা সাগরে ডুবে আছে। তা কাছে গিয়ে কেন জিজ্ঞাসাই করি না। (নিকটে আগমন করিয়া প্রকাশে) এই গাছ তলাতে বিরস বদনে বসে আছ তুমি কে গা ?

রাজা। (সচকিতে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এ আবার কে ? বোধ করি এই নগরে নিবাসিনী হবেন ? তার আর সন্দেহ নাই।

(প্রকাশে) আমি প্রাগ-দেশাধিপতি, আমার নাম শ্রীবৎস। শনির কোপ দৃষ্টে পড়ে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে ?

চাঁপা। (স্বগত) মুখে আগুণ শনির দৃষ্টি দিতে আর লোক পাননি ! (প্রকাশে) তা এখানে বসে কেন ?

রাজা। আমি এই মাত্র এ দেশে এসেছি, সুতরাং কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই, কোথায় বা যাই আর কি করি, তাই গাছের শীতল ছায়াতে বসে সেই ভাবনাই ভাবছি। তুমি কে গা ?

চাঁপা। আমি এই রাজ-বাড়ীর মালিনী আমার নাম চাঁপা। রাজ বাড়ীতে ফুলের যোগান দিয়ে থাকি। রাজা ও রাণা যথেষ্ট ভাল বাসেন। তা তুমি এ দেশে কি মনে করে এসেছ ?

রাজা। কোন লোকের মুখে তোমাদের রাজ-কন্যা ভদ্রার অলৌকিক রূপের কথা শুনে আমি এসেছি।

চাঁপা। (স্বগত) হুঁ এঁর এরূপ অবস্থা দেখলে তো রাজা তখনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন। (প্রকাশে) ভাই ! সে সামান্য-কন্যা নয় বোধ হয় কোন সুর-কন্যা শাপ ভ্রষ্টা হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছে। তা এ অবস্থায় রাজ কন্যার তোমাকে মনে ধরবে কেন ?

রাজা। হাঁ আমার অবস্থাটা এখন বড় মন্দ বটে। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাজ কন্যা কি এতই রূপবতী ?

চাঁপা। সে রূপের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর ত্রিলোকে তার রূপের তুলনা নেই।

রাজা। আচ্ছা বল দেখি রাজ কন্যা তিনি কেমন ?

চাঁপা।—

রাগিণী আলেয়া। তাল ঝাপতাল।

যুবরাজ পায় লাজ তার রূপে দামিনী।
তুলনা তুলোনা আর যেন কাম কামিনী।।

বিমল শ্রীমুখ শোভা, যোগী-জন মনলোভা,
নয়ন রঞ্জন অতি যিনি হরিণী।
পীন পয়োধর তায়, কমলকলি তায়,
হৃদী সরোবরে সাজে, মুনিমন হারিণী ॥
সুবর্ণ বরণী ধনী. রমণীর শিরোমণি,
বিষাদে মলিন মণি, দিন যামিনী ॥
শ্রীমুখে মধুরহাসি, যেন কত সুধারাশি,
পুরুষ কি ছার হেরি মোহ যায় কামিনী ॥

চাঁপা। তা তার রূপের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, তেমন রূপ কি ত্রিলোকে আছে? তা সে যাহক ভাই এখনো তোমার বাসার স্থির হয়নি, যদি অধিনীকে দুখিনী বলে অচেদ্ধা না কর তাহলে আমার বড়ীতে তোমাকে বাসা দিতে পারি।

রাজা। (স্বগত) হুঁ মন্দও নয় এর বাড়ীতে থাক্‌লে আমার সকল বিষয়ে সুবিধে হতে পার্‌বে। কিন্তু মেয়ে মানুষটোর চরিত্রটা ভাল বোধ হচ্ছে না! কি জানি একটা অনর্থ ঘটালেও ঘটাতে পারে? তবে আগে থাক্‌তে একটা গুরুতর সুবাদ পাতান যাক, সেই ভাল। (প্রকাশে) আমি বিশেষ রূপে বিবেচনা করে দেখ্‌লেম, যে আমার এই দুরবস্থা, আর এই বিদেশ, তুমি স্নেহ পরবশ হয়ে আজ আমার মার মত কর্ম্ম কর্‌লে, সুতরাং এর বেশি আর কি উপকার হতে পারে? তা আজ অবধি তুমি আমার মার মত মাসী হলে।

চঁপা। (হাস্য মুখে) এ দুখিনীকে অনুগ্রহ করে যা বল। তা বাছা চলো বাড়ীতে চল ব্যেলাটা ঢের হয়েছে, এখন খাবা দাবার উদ্যোগ করে দিই গে।

রাজা। হাঁ মাসি চলো।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাজান্তপুরস্থ উদ্যান।

(ভদ্রার প্রবেশ)

ভদ্রা।—

রাগিণী ভৈরবী বাহার। তাল যৎ।

ফুটিল কুসুম উপবনে।
পুরিল নবীন ভাব ভুবনে॥
সাজিল ধরণী যেন পুন যৌবনে।
সুখ সরোবরে, সুখ সরোবরে,
পদ্মিনী বিহরে, অলিচয় চুম্বিত অধরে,
যেন সকলঙ্ক শশী অম্বরে,
কাহার না মন মোহে সেই শোভনে।
সুখ মধুমাসে, সুখ মধুমাসে,
বসন্ত প্রকাশে; ফুলচয় কলিকা বিকাশে,
প্রিয় প্রিয়া রত সুখ বিলাসে,
তবে কেন দহে মম মন মদনে॥

(স্বগত) সকলেই বলে থাকে যে সুমধুর বসন্তকাল সততই নয়ন মনের আনন্দ বর্দ্ধন করে? কিন্তু কই আমার অঙ্গে তো বিষ সদৃশ বোধ হচ্ছে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ হতে পারে, সে দিন স্বপ্নে সেই যুবরাজকে দেখে একেবারে তাঁর ভুবন মোহন রূপের পক্ষপাতিনী হয়ে পড়েছি? দেখ দেখি কি আশ্চর্য্য! সে যুবরাজই বা কোথা-মধুর বসন্ত কালই বা কোথা-রতি পতি মদনই বা কোথা! কিন্তু আমি কিছুই জানতে পাচ্ছিনে যে কে আমার প্রাণ মন দহন কর্‌ছে? তা ক্ষণকাল এই বৃক্ষের ছায়াতে বসে বায়ু সেবন করি, তাতেও যদি একটু ভাল থাকি। (উপবেশন)

(হেম লতার প্রবেশ)

হেম। (স্বগত) তাই তো বেলাটা প্রায় একেবারে গেল কিন্তু

রাজনন্দিনীকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে! এ বাগান ও বাগান খুঁজলুম কোথাও দেখ্‌তে পেলুম না। দুর হোক ছাই আর পারি ও না? তাঁদের কি তাঁরা রাজার মেয়ে হয় তো কোথায় বসে গপ্‌প কর্‌ছেন। (রাজনন্দিনিকে দেখিয়া) এই যে রাজনন্দিনী এখানে বসে এক মনে কি ভাব্‌ছেন। (নিকটে আগমন করিয়া) রাজনন্দিনি! উদ্যানে এসেছে তা বলে আস্‌তে হয়? তোমাকে খুজে খুজে মলুম! (উপবেশন)

ভদ্রা। কেন সখি! আস্‌বার সময় তো বলে এলেম্‌ যে আমি প্রমোদোদ্যানে যাচ্ছি, তবে বুঝি তুমি শুন্‌তে পাওনি?

হেম। তা হতে পারে! আমি তখন সুলোচনার সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম, বোধ হয় তাতেই শুন্‌তে পাইনি? তা যাহক সখি! তোমা-কে এত ভাবান্তর দেখ্‌ছি কেন? আজ ক দিন অবধি যেন একেবারে ভাবনা সাগরে ডুবে আছ, কেন বল দেখি? (ভদ্রাকে অধোবদন দেখিয়া) সখি! আমি তখনি মনে মনে করে ছিলেম যে তোমার মনের ভাব আমাকে বল্‌বে না?

ভদ্রা। কেন সখি! বল্‌ব না কেন? আমার মনের ভাব যদি তোমাকে বল্‌ব না তবে বল্‌ব কাকে? তোমা বই আমার দুখের দুঃখি আর কে আছে?

হেম। রাজ নন্দিনি! তবে বলো, মন দুঃখ সখী জনের নিকটে বল্লে দুখের অনেক লাঘব হয়?

ভদ্রা। সখি তবে বলি, সে দিন যামিনীতে এক জন যুবরাজকে স্বপ্নে দেখেছি।

হেম। তাতে কি?

ভদ্রা।—

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

শয়নে স্বপনে সখি সে ভুবন-মোহনে।
হেরিয়ে হয়েছি দাসী সে যুগল চরণে॥
নলিনী সূর্য্যের পক্ষপাতিনী এ ভুবনে।
আমিও সেরূপ সখি নিরখিয়ে সে জনে

পুড়িছে অন্তর মম সে রতন বিহনে।
দেখাবার হলে সখি দেখাতেম যতনে ।।
বিকশিলে কমলিনী দিনকর কিরণে।
মুদিত করিতে তারে কে পারে গো কেমনে ।।

সখি ! স্বপ্নে সেই ভুবন মোহনকে দেখে কুলে শিলে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়ে বসেছি।

হেম। সখি ! এ যে আশ্চর্য্য কথা, স্বপন দেখে এমন ব্যাকুল হলে চল্‌বে কেন, ভাল তাঁকে চিন্‌তে পেরেছ ? তাঁর নামই বা কি, আর নিবাসই বা কোথা ?

ভদ্রা। না সখি ! তাঁর নাম ধাম কিছুই জানি না, কেবল তাঁর ভুবন মোহন রূপ প্রেম তুলিতে এই হৃদয় চিত্র পটে চিত্রকরে রেখেছি; কিন্তু দেখ্‌লে চিন্‌তে পারি।

হেম। সখি ! তাঁকে দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌বে, কিন্তু তাঁর দেখা পাবে কোথা ?

ভদ্রা। সখি ! সেই ভাব্‌নাতেই তো সারা হলেম।

(চিত্র পট হস্তে লক্ষ্মীর চিত্রকরী বেশে প্রবেশ)

চিত্র। কৈ গো রাজনন্দিনি কোথায় গা ? (দেখিয়া) এই যে বসে আছেন। (নিকটে আগমন)

হেম। তুমি কে গা ?

চিত্র। আমি চিত্রকরী, আমার নিবাস প্রাগ দেশে !

হেম। এখানে কি মনে করে ?

চিত্র। একখানি অপূর্ব্ব চিত্র পট এনেছি রাজ কন্যা যদি নেন, তা হলে বিক্রয় করি।

ভদ্রা। চিত্রকরি ! দেখি কি অপূর্ব্ব পট এনেছ ভাল যদি হয় তা হলে নেব না কেন ?

চিত্র। আচ্ছা তবে দেখাই। (চিত্রপট বাহির করিয়া ভদ্রার হস্তে অর্পণ)

ভদ্রা। (চিত্রপট দর্শন করিয়া) চিত্রকরি ! এ চিত্রপট তুমি পেলে কোথা ? আর এ যুবরাজের নামই বা কি আমাকে সত্যি করে বলো ?

চিত্র। রাজনন্দিনি! ইনি প্রাগ-দেশের অধিপতি এঁর নাম শ্রীবৎস।

ভদ্রা। বটে, (হেমলতার প্রতি) সখি হেমলতা! দেখ দেখি কি ভুবন মোহন রূপ এমন রূপ তো কোথাও দেখিনি।

(চিত্র করির প্রস্থান)

ভদ্রা।—

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

এই সেই নাগর রতন।
স্বপনে যামিনী যোগে করি যাঁরে দরশন।
ভুবনমোহন সাজে, বসি মম হৃদিমাঝে,
শ্রীমুখে মধুর হাসি, হরিল গো মন।
মম মন চাতকিনী, হয়েছে এঁর প্রেমাধিনী,
কেমনে বল সঙ্গিণী, হই বিস্মরণ॥
লভিবারে এ রতনে, স্বজনি গো প্রাণপনে,
যত্ন করিব যতনে, যাবত জীবন।

সখি ইনিই সেই আমার চিত্ত চোর, স্বপনে এঁর মোহন মূর্ত্তি দেখে একেবারে প্রেমাধিনী হয়ে পড়েছি। (চিত্রপট বক্ষ-স্থলে ধারণ পূর্ব্বক)

রাগিণী সোহিনী। তাল মধ্যমান।

কেন সখি যুড়ায় না জীবন।
এই যে গো প্রিয় বরে হৃদে করেছি ধারণ॥
প্রিয়বর দরশনে, সুখোদয় হয় মনে,
তবে বিরহ দহনে, কেন দহে মন॥
কি করি উপায় বল, জ্বলিল গো প্রেমানল,
কেমনে হব শীতল, না হলে মিলন॥

সখি ! এ যে আরো দিগুণ আগুণ জ্বলে উঠ্‌লো ? ! কি কর্‌ব সখি ! কেনই বা চিত্র পট দেখ্‌লেম তা না হলে তো এত যন্ত্রণা হতো না ?

হেম। সখি ! তুমি বেগবতী নদীর মত হয়ে কেন এমন পঙ্কিল হচ্ছ ? কি আশ্চর্য্য ! এই যুবরাজ্‌কে একবার স্বপ্নে আর এই মাত্র চিত্র পটে দেখ্‌লে বৈত নয় ? তা এতই অধৈর্য্য হচ্ছ কেন ? প্রণয়ের বস্তু যে এত শীঘ্র প্রিয়তর হবে তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না ?

ভদ্রা। সখি ! এই স্মররাজ সদৃশ যুবরাজ যেন কত কাল আমার হৃদয় মন্দীরে ছিলেন। দর্শন মাত্রেই যেন প্রিয়তম বলে চিন্‌তে পার্‌লেম। সখি ! অধিক কি বল্‌ব জনক জননী যাঁদের পর স্নেহের সামগ্রী এ জগতে আর নেই, আর তোমরা আমার প্রিয় সখি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে একত্র শয়ন, একত্র ভোজন কর্‌ছি। কিন্তু এই যুবরাজ্‌কে দেখে সকলের অপেক্ষা প্রিয়তর বোধ হচ্ছে। কিন্তু সখি ! নিরমল প্রেম যে এত কঠিন পদার্থ তা আমি আগে জান্‌তেম না।

হেম। সখি ! প্রেমের দোষ কি ? দুর্নিবার মদনি তোমাকে যাতনা দিচ্ছে। তা সখি ! একটু সুস্থির হও, আমি গোটা কত ফুল তুলে আনি,গে কুসুমের সুশীতল সৌগন্ধে তবু একটু শীতল হবে এখন।

ভদ্রা। না না সখি ! অমন কর্ম্ম করো না ?

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

তুলনা কুসুম সখি, ধরি তব দুটি পায়।
কামিনী আর কুসুম তাপেতে শুকায়ে যায়॥
তুলি কুসুম নিকরে, দেবে সখি মম করে,
একর উত্তাপে আশু হইবে মলিন প্রায়।
যদি গুণময় বিধি, মিলাইয়ে দেয় নিধি,
তখন কুসুম হার, গাঁথিয়ে দিও গলায়॥

তা যাহক সখি! আমি আর কোন মতেই সুস্থির হতে পাচ্ছিনে। আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কি হবে সখি! এই প্রমোদবনে শান্তিলাভ করতে এসে আজ আমার বিপরিত ঘটল।

হেম। (হাস্য মুখে) সে কি সখি! এই মনোহর প্রমোদোদ্যানে অন্তর শীতল কারিণী ঊষাদেবী, ভুবন মোহিনী সাজে সুসজ্জিত হয়েছেন। পুষ্পবৃক্ষ সকল কুসুম কলিকা প্রসব করেছে- মন্দ মন্দ সমীরণ বহন হচ্ছে-বিহঙ্গেরা সুমধুর স্বরে গান কর্‌ছে- এমন স্থলে যদি তোমার অন্তর শীতল হবে না, তবে হবে কোথা?

ভদ্রা। সখি বিরহিনীদের এই সকল্ তো কালের স্বরূপ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

এতে যুড়ায় কি সই কামিনী, কামিনী।
দহিছে বিরহ বিষে দিন যামিনী॥
কোকিলের কুহুস্বর, যেন গো বিষাক্ত শর,
প্রফুল্ল ফুল নিকর, যেন সাপিনী।
ঊষাদেবী সুরূপিনী, বটে গো প্রাণ-সঙ্গিণী,
কিন্তু মম পক্ষে যেন, প্রাণ নাশিনী॥

হেম। সখি! তুমি অবোধ বালিকার ন্যায় যে একেবারে অধৈর্য্য হয়ে উঠ্‌লে? ছি ছি সখি! লোকে শুন্‌লেই বা বল্‌বে কি? আর বল্‌বেই বা কি? বল্‌বে যে রাজনন্দিনী অঙ্কূঢ়াবস্থাতেই স্বেচ্ছাচারিণী হয়েছে।

ভদ্রা। সখি! এ যে তুমিই বালিকার ন্যায় কথা কচ্ছো।

হেম। কেন সখি! আমি বালিকার ন্যায় কথা কইলেম কেমন করে?

ভদ্রা। তাই এত তুমি জান যে "মেজে ঘসে রূপ আর ধরে বেঁধে প্রণয়, কখনই হয় না।

হেম। হাঁ তাতো জানি।

ভদ্রা। তবে—

রাগিণী যোগিয়া। তাল আড়াঠেকা।

লোকের কথায় কি গো ত্যজিব প্রেম-রতন।
রাখিব হৃদয় মাঝে করিয়ে অতি যতন।।
আগে প্রেমোদয় হলে, কত লোকে কত বলে,
ভুলিলে সে সব ছলে, হয় কি প্রেম সাধন।।
লোকের গঞ্জনে ভয়, করিলে কি প্রেম হয়,
প্রেমের প্রেমিক চয়, ভুলে না তায় কখন।

তা সখি! সে যুবরাজকে আমি কখনই ভুলতে পার্‌ব না?

হেম। সখি! সে তো পরের কথা, এখন চলো অন্তপুরে যাওয়া যাক, ব্যেলাটা একেবারে গেল।

ভদ্রা। হাঁ সখি! যাই চলো। (গমন করিতে করিতে) সখি! সেই যুবরাজ ব্যতিত কোন মতেই শান্ত হতে পার্‌ব না? তা তুমি আমার প্রিয় সখি! যা ভাল হয় তাই করো? আর অধিক কি বল্‌ব?

হেম। রাজ নন্দিনি! ধৈর্য্য না হলে কি হবে বলো, চেষ্টা করে তো দেখ্‌তে হবে!

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

ভদ্রার শয়ন মন্দীর।

(ভদ্রার প্রবেশ)

ভদ্রা। (স্বগত) সেই অজ্ঞাত কুল শীল যুবরাজের প্রেমাভিলাষিণী হয়ে কি কুকর্ম্মই কর্‌লেম। না মাতা পিতার অনুরোধ

রাখ্‌লেম-না গুরু জনের ভয় কর্‌লেম-অনায়াসেই এক জন অপরিচিত যুবার প্রেম পাশে বদ্ধ হলেম। ঐ যে বলে যে মেয়ে মানুষের হিতাহিত বিবেচনা কিছুই নাই, তা সত্যি। তা আর ভাবলেই বা কি হবে? যা হয়ে গেছে তার আর চারা নাই। কিন্তু তাও বলি, যখন তাঁকে মনে মনে বরণ করেছি তখন তিনিই আমার পতি যত দিনে পাই। সে যাহক চিত্রকরী পট খানা হাতে দিয়ে কি পাখী হয়ে উড়ে গেল? কি আশ্চর্য্য! আর তাকে একবারও দেখ্‌তে পেলেম্‌ না?

(চিত্রকরীর প্রবেশ)

চিত্র। রাজনন্দিনি!—

ভদ্রা। (চিত্রকরীকে দেখিয়া) চিত্রকরি! এস এস, আমি এই মাত্র তোমার নাম কচ্ছিলুম, অনেক দিন বাঁচবে ভাই।

চিত্র। রাজনন্দিনি! আমি ক দিন এসে এসে ফিরে যাচ্ছি।

ভদ্রা। কেন ফিরে যাচ্ছ কেন?

চিত্র। তুমি হচ্ছ রাজার মেয়ে, সর্ব্বদা সখীগণে আবৃত থাক, বিরল না পেলে তো সকল কথা বলা হয় না?

ভদ্রা। হ্যাঁ তাও বটে, কিন্তু আজ ভাই বেশ সময় এসেছ, তা কি বল্‌বে বলনা?

চিত্র। না এমন কিছু নয় বলি চিত্রপট খানা নেওয়া হবে, না ফিরিয়ে দেবে তাই বল্‌ছি?

ভদ্রা। কেন নেবনা কেন?

চিত্র। না ভাই বল্‌ছি—

ভদ্রা। ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তাঁর সঙ্গে দেখা হবার কোন উপায় নেই?

চিত্র। ও মা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি কর্‌বে?

ভদ্রা। কেন জীবন যৌবন সমর্পণ করে তাঁর চরণে দাসী হয়ে থাক্‌ব?

চিত্র। না ভাই তোমার কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে তাঁকে আমি কেমন করে দেখাব?

ভদ্রা। চিত্রকরি! কোন উপায়ে যদি দেখাতে পারো তা হলে

আমাকে বিনা মুলে কিনে রাখ। অধিক কি বলব যেদিন চিত্রপটে তাঁকে দেখেছি সেই দিন অবধি জীবন যৌবন সমুদয় সমর্পণ করেছি।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়খেম্‌টা।

বিচিত্র এ চিত্র যদি দেখালে আমায়।
তবে তার মিলনের বল দেখি সদুপায়॥
কি কহিব চিত্রকরি, কেমনে ধৈরয ধরি,
উহু উহু মরি মরি, বিনে রসরায়।
নবিনে জানিনে, হবে দায় সে বিনে,
ছি ছি মজে পোড়া প্রেমদায়॥

চিত্রকরি। তুমি কি আমাকে অনবরতই বিরহ দহনে দহন কর্‌বে বলে কি চিত্র পট এনেছিলে? হা দগ্ধ বিধাত। চিরকালটাই কি আমার দুখে যাবে? "সুখ" এই দুটি অক্ষর কি আমার অদৃষ্টে লেখ নাই?

চিত্র। রাজনন্দিনি। তোমার যদি এতই উদ্বেগ হয়ে থাকে তা হলে তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না। আমি এই মাত্র রাজ সভায় শুনে এলেম, যে মহারাজ সয়ম্বরেব উদ্যোগ কর্‌ছেন। আর প্রায় যাবদীয় ভুপালগণকেও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তোমাকে অতি শীঘ্রই সয়ম্বরা হতে হবে। কিন্তু তাই আমি বলে রাখ্‌ছি, সেই সয়ম্বরের দিন ছদ্মবেশে তোমার মনচোর সেই ডালিম গাছের তলায় বসে থাক্‌বেন। তুমি সয়ম্বরা হতে এসে তাঁর গ[illegible]মালা দিয়ে তাঁর সহধর্ম্মিণী হবে। এই হলেই তো[illegible]

ভদ্র।। হাঁ এ হলে হতে পারে। কিন্তু ভাই তাঁকে একবার দেখাতে হবে, যদি সে সময় আমার ভ্রম উপস্থিত হয়?

চিত্র। হাঁ তাও বটে! তবে এক কর্ম্ম কোরো, তোমাদের মালিনীর বাটীতে তিনি বাসা করে আছেন, তা মালিনীকে বলে কোন কৌশলে তাঁকে দেখো, আমি এখন চল্লুম।

(চিত্রকরীর প্রস্থান)

ভদ্রা। (স্বগত) কি মালিনীর বড়ীতে আছেন ? আগে এটা জান্‌তে পার্‌লে কি এত যাতনা সইতে হতো ? তা আগে এত কেমন করেই বা জান্‌ব ? দেখ দেখি বিধাতার কি আশ্চর্য্য ঘটনা ! কোথাকার জল কোথা এনে মিলিয়ে দিলেন। তা যাই এখন মালিনীকে ডাকাই গে।

(ভদ্রার প্রস্থান)

ষষ্ঠ অঙ্ক ।

রাজ সভা ।

(সুবাহু রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রি ! সকল রাজাকে পত্র লেখা হয়েছে তো ? আর কারেও লিখ্‌তে বাঁকি নাই ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না মহারাজ ! সকল্‌কেই লেখা হয়েছে।

রাজা। তবে বোধ করি নিকটস্থ প্রদেশের রাজা ও রাজ-পুত্রগণেরা আজ্ এলেও আস্‌তে পারেন, অতএব তুমি সত্বর হয়ে রাজ বাটী সুসজ্জিত করে ফেল। আর রাজাগণের অভ্যর্থনা জন্য যেন পাঁচ সহস্র পদাতিক সৈন্য সুসজ্জিত থাকে ?

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ !

(একজন প্রতিহারির প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ কি জয়। মহারাজ ! হরকরা আকে আবি খবর দিয়া, যো হস্তি[illegible] রাজা রণবীর সিংহ, আউর উদয় পুরকা রাজা, [illegible] সিংহ আপ্‌কো রাজমে পৌঁছায়কে, "কেলি কানন মে,, আপ্‌কো ওয়াস্তে ঠেড়া হৈ।

রাজা। আচ্ছা ! তোম সিপাহি লোক্‌কো তৈয়ারি হোনে কহো, হাম যাতা হৈ।

প্রতি। যো হুকুম্ মহারাজ্।

(প্রতিহারির প্রস্থান)

। মন্ত্রি ! তবে আর বিলম্ব করা হয় না চল এখনি যেতে হবে ?

। যে আজ্ঞা মহারাজ চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

ভদ্রার শয়ন মন্দীর।

(হেমলতা ও ভদ্রার প্রবেশ)

। প্রিয় সখি ! জীবিত নাথের বিরহ অনল, অন্তরে একেবারে প্রবল হয়ে উঠ্লো। বোধ হচ্ছে তাঁর মিলন রূপ সুশীতল জল ব্যতিত কোন মতেই নির্ব্বাণ হবে না। সখি ! দগ্ধ মদনের কুসুম-বাণ কি কেবল অবলার প্রাণ নিধন কর্‌বার জন্যে সৃজন হয়েছিল। (সরোদনে) হায় হায় সখি ! প্রণয় পরবশ হয়ে যে এত যাতনা ভোগ কর্‌তে হবে, তা আমি মনের কোনেও স্থান দিইনি। দেখ সখি ! দাবানলে বন দহন হলে সকলেই দেখে থাকে, কিন্তু প্রেমানলে অন্তর দহন হলে কেউ দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু দেখাবারো যো নেই, যো থাক্‌লে আমি তোমাকে এখনি দেখাতেম।

হেম। রাজনন্দিনি ! এত ব্যাকুল হচ্ছ কেন ? এরূপ তো প্রায় অনেকেরি হয়ে থাকে; সুধু তোমা বলে নয় ? তা তুমি যদি বলো তা হলে মহারাজ আর রাজমহিষীকে জানাই।

ভদ্রা। না না সখি ! অমন কর্ম্ম করোনা ?

হেম। কেন সখি ! তাতে দোষ কি ?

ভদ্রা। সখি ! ইনি যে প্রাগ-দেশাধিপতি মহারাজ শ্রীবৎস, এ কোন মতেই তাঁদের বিশ্বাস হবে না। সুতরাং সে আশা আমার দুরাশা মাত্র।

হেম। তবে সখি ! তোমার যে মনোরথ পূর্ণ হয় এমন তো বোধ হয় না ? আর লুকিয়ে তো এ কর্ম্ম হতে পারে না ? বিশেষত মহারাজ সয়ম্বরের সমুদয় উদ্যোগ করেছেন, কাল তোমাকে সয়ম্বরা হতে হবে।

ভদ্রা। সখি ! সেই ভাব্‌নাতেই তো সারা হলেম !

(মালিনীর প্রবেশ)

চাঁপা। কৈ গো নাতিন ঠাক্‌রুন কোথায় গা ? (দেখিয়া) এই যে

ইস্ আজ যে মুখ খানা এত ভারি ভারি দেখছি ? কাল সয়ম্বরা হবে বলে কি এতই ভারি হতে হয় গা ? (উপবেশন পূর্ব্বক) মনের মতন পতি পেতে তুমিই পাবে, আমাকে তো তার আর বক্রা দেবে না ? তা এত মুখ ভারা ভারিতে কায কি ভাই। এই নেও মালা নেও আমি এখন চল্লুম।

ভদ্রা। ইস্ আজ যে আইয়ের বড় গুমর দেখ্‌ছি, সময় পেয়েছিস বুঝি ?

চাঁপা। সময় আর কি ভাই ! সেই মাস মাইনে বই আর তো উপড় হস্ত কর্‌বে না ?

ভদ্রা। না না আই আমার মনোরথ পূর্ণ কর্‌তে পার্‌লে তোকে খুব খুসি কর্‌ব।

চাঁপা। আমাকে তো খুসি কর্‌বে, কিন্তু সেই ভাল মানষের ছেলেকে তত আশা ভর্‌সা দিয়ে রাখ্‌লেম, তার উপায় কি কর্‌লে ? তুমি তো কাল সয়ম্বরা হতে চল্লে, মনের মত পতি পেয়ে প্রেম সোহাগে গলে যাবে, ফিরে দেখা হলে আর কি তার দিকে ফিরে চাইবে ? কিন্তু ভাই, আমি বলে খালাস, তুমি সয়ম্বরা হও আর যাই হও, সে তোমাকে কখনই ছাড়াবে না ?

ভদ্রা। মর মাগি ! তিনি আমাকে ছাড়ুন আর না ছাড়ুন তুই তাকে ছাড়্‌লে বাঁচি।

"তাহার রূপের ফাঁদে পড়িয়াছ ভাই।
অভাবে পেয়েছ ভাল নাতিন জামাই ॥"

তা তুমি তাকে ভুলতে পার কই (হেমলতার প্রতি) সখি ! বুড় বয়েসে আইয়ের আমার যৌবন ফিরে এসেছে।

চাঁপা। অবাক কর্‌লে মা ! জীবন যৌবন গেলে কি আবার ফিরে থাকে গা ?

ভদ্রা। তা যাহক আই, সে ভুবন মোহন রূপ কি এ প্রাণ থাক্‌তে আর ভুলতে পার্‌ব ? যে দিন ছাত্ থেকে, তাঁকে দেখেছি, সেই দিন অব্‌ধি তাঁর চরণে এ জীবন যৌবন সমুদয় সমর্পণ

করেছি। কিন্তু আই যত দিনে তাঁকে পাইনে কেন তিনিই আমার পতি।

রাগিণী ললিত। তাল আড়াঠেকা।

যেমন মোহন রূপ ভুলিবো কি আর।
সঁপেছি যৌবন চরণে তাঁহার॥
সেই মম রতিমতি, সেই প্রাণ প্রিয়পতি,
প্রাণের আধার।
ফুল্লকুমুদিনী আমি, তিনি কুমুদিনী স্বামি,
ভাবি অনিবার॥

চাঁপা। ওই ওকেই বলে মন ভুলোনো কথা, এখন ঐ কথা বই আর কি বল্‌বে ভাই! আগে তো সয়ম্বরা হও, তার পর সময় থাকে তো তাকে বিয়ে কর্‌বে। হুঁ "মন বোঝে না তীর্থ করি, মিছে কাজে ঘুরে মরি।„ তবে এখন যাই আপনার দুখের ধাক্কা দেখি গে এখানে থেকেই বা কি হবে?

ভদ্রা। আই আমিতো এখনো সয়ম্বরা হইনি, তবে তুমি এত অতরসা হচ্ছ কেন? তুমি তাঁকে গে বল, কাল সকাল সকাল তিনি এসে যেন সেই ডালিম গাছের তলায় বসেন। তা হলে আমার যা মনে আছে তা কর্‌ব।

চাঁপা। হেমলতা শুন্‌লি তো, এই রাজ-পুরী-চতুর্দ্দিকে চৌকি পাহারা- সে ভাল মানুষের ছেলে এখানে আসবে, তাঁকে প্রেম পাশে বদ্ধ কর্‌বার বদলে-হাতে দড়ি বেঁধে কারাগারে বদ্ধ কর্‌বেন। না ভাই তোমার অমন সোহাগে কাজ নেই, সে ঘরের ছেলে ঘরে যাক।

ভদ্রা। সে কি আই এত ভয় কেন,? তুই এমন সুচতুরা এই একটা সামান্য বিষয়ে ভয় পেলি?

চাঁপা। আর তা বই কি ভাই কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে এমন কর্ম্ম কর্‌বে।

ভদ্রা। না না আই ভয় কি? কাল তুই তাঁকে সঙ্গে করে

রাজসভায় আসিস। দেখিস! ভুলিসনে আমার মাথা খাস।

চাঁপা। আঃ মাথার দিব্বি দেও কেন ভাই, তাঁকে নিয়ে আসব, যা আমার অদৃষ্টে আছে তাই হবে; তবে এখন আমি চল্লেম।

(মালিনীর প্রস্থান)

ভদ্রা। সখি! মাগী দেখ্‌ছি ভয় পেয়েছে, যদি সঙ্গে করে আনতে না পারে তবেই তো সব নষ্ট হবে। তবে চলো আমি তোমাকে একখানি পত্র লিখে দিই গে, তুমিই না হয় একবার যাও।

হেম। আচ্ছা রাজনন্দিনি তবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাজপথ।

(মালিনী ও বিনোদিনীর প্রবেশ)

বিনো। (মালিনীর দ্রুতগতি দেখিয়া) ও মালিনি দিদি! আজ্‌ যে এত তাড়া তাড়ি যাচ্ছিস গা? রাজ বাড়ীতে চাকরি করলে কি এমনি হতে হয় গা?

মালি। (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া) কে ও বিনোদিনি! আনমনে চলে যাচ্ছিলুম ভাই, তাই শুনতে পাইনি, তা ভাই কিছু মনে করো না?

বিনো। না ভাই তা নয় বলি তুমি এখন কি রাজ বাড়ী থেকে আসছ?

মালি। হাঁ ভাই রাজ বাড়ী থেকে আসছি?

বিনো। মালিনি দিদি! রাজ কন্যের সয়ম্বরার কথা কি শুনে এলে বল দেখি?

মালি। না ভাই! রাজ বাড়ীর কথায় কায নেই-কেউ যদি শুনতে পায় তা হলে এখনি আটখানা করে লাগাবে এখন?

বিনো। (চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিয়া) কৈ এখানে তো কেউ নেই তবে বল্‌না শোনা যাক? শেটা কি হলো?

মালি। আর আমার মাথা হলো সে দিন সয়ম্বর সভাতে ভদ্রা তত রাজার অপমান করে শ্রীবৎসর গলায় বর মালা দিলে।

বিনো। আঁ্যা সকলেই উঠে গেল ?

মালি। আর যাবেনা ভাই! নেমন্তন্ন কোরে এনে এত অপমান কর্‌লে কে সইবে ?

বিনো। আচ্ছা ভাই শ্রীবৎস সে-টি কে ?

মালি। (জনান্তিকে) তিনি প্রাগ-দেশের রাজা, এখানে ছদ্ম বেশে এসেছেন।

বিনো। হুঁ! তার পর রাজা কি বল্‌লেন ?

মালি। রাজা আর কি বল্‌বেন, রেগে একেবারে আগুণ হয়ে উঠ্‌লেন, মেয়েটাকে কতগুলো তিরোস্কার কর্‌লেন। শেষে জমাদারকে ডেকে শ্রীবৎসর হাতে দড়ি বেঁধে, কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন।

বিনো। আঁ্যা কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন ?

মালি। ভাই মেয়েটার যে কান্না দেখে বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল, তাও বলি তেমন রূপতো ভাই কোথাও দেখিনি, সাধ করে কি ভদ্রার মন ভুলেছিল।

বিনো। তাইতো ভাই কথাটা শুনে বড় দুখ হলো !

মালি। তবে ভাই চলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর গোলমালে কায নেই, কেউ যদি শুন্‌তে পায় ত হলে সর্ব্বনাশ হবে।

বিনো। আচ্ছা ভাই তবে চলো !

(উভয়ের প্রস্থান)

রাজ-সভা।

(রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

রাজা। মন্ত্রি! ভাগ্যে তাঁকে মসানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়নি, তা হলে একটা মহা বিভ্রাট উপস্থিত হতো। কারা রুদ্ধ করে বুদ্ধের কার্য্য করা গিয়েছিল। কিন্তু তাও বলি বিশেষ পরিচয় না পেলে কেমন করে জানা যাবে, যে ইনিই প্রাগ-দেশাধিপতি মহারাজ শ্রীবৎস।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ! পূর্ব্বে মালিনীও তো বলে ছিল, যে ইনি প্রাগ দেশের অধিপতি।

রাজা। হাঁ বলে ছিল বটে, কিন্তু তার কথায় তখন এত বিশ্বাস হয়নি।

মন্ত্রী। হঠাৎ মহারাজের এত বিশ্বাস কিসে হলো ?

রাজা। মন্ত্রি! আমার ভাগ্যের কথা আর কি বল্‌ব গত রাত্রে লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং আগমন করে তাঁর পরিচয় দিয়ে গেছেন। এতে বোধ হচ্ছে যে তিনি লক্ষ্মী দেবীর স্নেহের বিশেষ পাত্র।

মন্ত্রী। এঁ্যা বলেন কি মহারাজ! তবে তো আমাদের সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।

রাজা। মন্ত্রি! তুমি এক কর্ম্ম কর সত্বরে কারাগারে যাও, গিয়ে সম্মা-নের সহিত মহারাজকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এস।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা মহারাজ আমি এখনি চল্লেম।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

রাজা। (স্বগত) ভাগ্যে পরিচয়টা পাওয়া গেল নতুবা একটা মহা উৎপাৎ ঘট্‌ত। হয় তো কারাগারের যন্ত্রণায় শ্রীবৎস রাজা প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌তেন। তা হলে আমাকেই সুকুমারী কুমারীর বৈধর্ব্য যন্ত্রণার কারণ হতে হতো। তা জগদীশ্বর সেটা রক্ষা কর্‌লেন। এখন আমার বোধ হচ্ছে যে ভদ্রা উপ যুক্ত পাত্রেই আত্ম সমর্পণ করেছে। সে যাহক মন্ত্রী এখনো আস্‌ছে না কেন? এত বিলম্বই কি জন্যে হচ্ছে। (শ্রীবৎস রাজার সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ, রাজা মন্ত্রীকে দেখিয়া) এই যে মন্ত্রি! কৈ মহারাজ শ্রীবৎস কোথায় ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা এই যে তিনি এসেছেন।

রাজা। (শ্রীবৎস রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া) এস এস বাপু আমি তোমার বিশেষ বৃত্তান্ত না জান্‌তে পেরে তোমাকে অতিশয় কষ্ট দিয়েছি, তা অনুকুল হয়ে আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর।

শ্রীবৎস। (সবিনয়ে) সে কি মহারাজ আপনি অমন কথা বল্‌বেন না, আপনার অনভিমতে সয়ম্বর স্থলে উপস্থিত হয়ে, আপ-নার কন্যার পাণিগ্রহণ করে আমিই অপরাধি হয়েছি।

রাজা। মন্ত্রি! শীঘ্র একজন পরিচারিণীকে অন্তপুরে পাঠিয়ে দাও ভদ্রাকে এখানে আস্‌তে বল।

মন্ত্রি। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(মন্ত্রীর প্রস্থান)

রাজা। বাপু আমি যখন তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেম তখন পরিচয় দিলে না কেন, তা হলে তো এ দুর্ঘটনা হতো না।

শ্রীবৎস। মহারাজ আপনি কি জানেন্ না, যে ক্ষত্রিয় সন্তানেরা মৃত্যু স্বীকার করে, তথাচ আত্ম মুখে আপনার পরিচয় কখনই দেয় না।

(মন্ত্রীর পুন প্রবেশ)

রাজা। হাঁ তাও বটে। (মন্ত্রীকে দেখিয়া) কৈ মন্ত্রী ভদ্রা কি আস্‌ছে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! রাজনন্দিনী এখনি আস্‌বেন।

(হেমলতার সহিত ভদ্রার প্রবেশ)

ভদ্রা। সখি! বোধ হচ্ছে বিধাতা এতদিনে এ দুখিনীর মনদুঃখ নিবারণ কর্‌লেন। কিন্তু সখি পিতার নিকটে যেতে আমার লজ্জা হচ্ছে।

হেম। সখি পিতার নিকটে যেতে আবার লজ্জা কি? চলো।

রাজা। (ভদ্রাকে দেখিয়া) এস এস মা (ভদ্রাকে শ্রীবৎস রাজার করে সমর্পণ করিয়া) এই নেও বাপু সুবাহুর সর্ব্বস্ব ধন এই তনয়া রত্ন আজ তোমাকে সমর্পণ কর্‌লেম একে স্নেহ মমত্ত করো এ কথা আমার বলা বাহুল্য। এখন জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি তোমরা যাবজ্জীবন অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ কর।

(উভয়ের প্রণাম)

(চিন্তাকে লইয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মহারাজের জয় হোক।

উভয়ে। আস্‌তে আজ্ঞা হক।

লক্ষ্মী। (শ্রীবৎস রাজার প্রতি) মহারাজ এই আপনার চিন্তাকে নিন। আজ অবধি শনি প্রসন্ন হয়ে আপনার দেহ পরিত্যাগ

কর্‌লেন। এখন সুলক্ষণা ভদ্রা ও প্রিয়সখী চিন্তাকে নিয়ে স্বরাজ্যে গমন করত, সুখ ভোগ করুন। আর আমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আপনার নিকটে অচলা হয়ে রইলেম। অতএব আপনার মঙ্গল হোক আমি এখন চল্লেম।

শ্রীবৎস। যে আজ্ঞা দেবি আসুন, কিন্তু এ দাসকে যেন বিস্মৃত নাহন এইটি আমার প্রার্থনা।

(লক্ষ্মীর প্রস্থান)

সুবাহু। (শ্রীবৎসের প্রতি) বাপু তুমি সৌতিপুরে এসে আমার প্রাণাধিকা তনয়ার পাণিগ্রহণ করে আমাকে চরিতার্থ কর্‌লে। আমি জন্ম জন্মান্তরে যে কত পুণ্য করে ছিলাম, তার আর কি বল্‌ব। সেই পুণ্য ফলে লক্ষ্মী দেবীর কৃপা, এবং তোমাকে জামতা রূপে লাভ কর্‌লেম। যাহক বাপু! লক্ষ্মী দেবী এই বর বর্ণিনী রূপ গুণ সম্পন্না, কামিনীকে এখানে রেখে গেলেন, ওঁর কোন পরিচয়ও দিলেন্ না। কিন্তু ওঁর ইতিবৃত্ত শুন্‌তে আমার নিতান্ত কৌতুহল জন্মাচ্ছে।

রাজা। মহারাজ! উনি কুশধ্বজ রাজার কন্যা আমার পরিণীতা ভার্য্যা।

সুবাহু। এঁ্যা উনি তোমার সহধর্ম্মিণী? তবে এতদিন ছিলেন কোথা?

রাজা। মহারাজ! সে দুখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন; বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমি শনি কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে, প্রিয়তমা সঙ্গে বনপ্রবেশ কর্‌লেম। সেখানে কয়েক জন কাষ্ঠ ছেদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে, আমি তাদের আশ্রয়ে থেকে কাষ্ঠ আহোরণ পূর্ব্বক কোন মতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌তে লাগ্‌লেম্।

সুবাহু। বাপু, তার পর।

রাজা। তার পর আমি এক দিন কাষ্ঠ ছেদনের জন্য বন গমন কর্‌লে, প্রিয়তমা চিন্তা নদীতে স্নান কর্‌তে গিয়েছিলো। সেখানে একজন সাধু বল পূর্ব্বক চিন্তার পতিব্রতা ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হলে, লক্ষ্মী দেবী ভগবান পবনের সাহার্য্যে

দুর্ব্বৃত্ত সাধুকে জলমগ্ন করে, চিন্তাকে নিয়ে প্রস্থান কর্লেন।

সুবাহু। (সোৎসুকে চিন্তার প্রতি)। বৎসে ! মেঘাছন্ন রজনী যোগে পান্থ জনেরা রাজপথে সঞ্চারিণী দীপ শিখা দেখ্লে, যেরূপ আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়, তোমার বিমল চন্দ্র বদন দেখে, আমিও তদ্রূপ আনন্দিত হলেম। অতএব বৎসে ! প্রাণাধিকা ভদ্রার প্রতি সপত্নীভাব পরিত্যাগ করে, ভগ্নী ভাবে প্রতিপালন কর এইটি আমার প্রার্থনা।

চিন্তা। মহারাজ ! এবিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা কেবল বাহুল্য মাত্র। আমি জাবজ্জীবন ভদ্রাকে স্নেহ পরবশ হয়ে ভগ্নী ভাবে প্রতিপালন কর্ব। সে জন্য আপনি কিছু মাত্র চিন্তা কর্বেন না। (ভদ্রার প্রতি) ভগ্নি ! এস এখন আমরা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে পতি সেবায় নিযুক্ত থাকি।

রাজা। মন্ত্রি ! এক কর্ম্ম কর শুভ বিবাহ তো সম্পন্ন হলো, এখন উৎসবের সমুদয় উদ্যোগ কর গে, আমি এঁদের নিয়ে অন্তপুরে চল্লেম, বোধ করি পুরবাসিনীরা বর বধূ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাক্বেন।

(সকলের প্রস্থান)

মন্ত্রী। মহারাজ আজ আমরা চরিতার্থ হলেম।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

(নেপথ্যে)

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা।

এত দিনের পরে হলো মন দুখবিমোচন।
পাইলেন ভুপবর প্রাণ প্রেয়সী রতন ॥
শনি কোপ সম্বরিল, সৌভাগ্য শশী উদিল।
আনন্দনীরে ভাসিল, যত পুরবাসী গণ ॥
প্রমোদে প্রমদা গণ সুখে মাতিল, (আজি)
অশেষ হরষে রাজপুরি পুরিল ॥
রাজ বালা গুণবতী, পেয়ে মনমতপতী,
সুখের সরিদোপরি; সুখে করে সন্তরণ ॥

সম্পূর্ণ।